সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

ভাঙা গড়ার বিচিত্র কারিগর

মাঝরাতে সবুজ মাকালীর
পেটের ভিতর থেকে
একটা চড়ুই বেরিয়ে
ব্যস্ত চোখে চারপাশ চেয়ে
গহন আঁধারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
দিব্য দৃষ্টিতে খড়কুটি কুড়িয়ে
সেঁধিয়ে গেল কালীর পেটে।
যুবতী রাতে ঘর বাঁধার স্বপ্নে
বেহিসাবী সাহস জড়ো হয় ছোট্ট শরীরে।

অনন্তকাল রাত হয় না আলো নেভে না
পায়রার খোপে
অনুভূতি বাস্তবের চৌকাঠ পেরিয়ে
পৌঁছে যেতে পারে না বোধের সীমানায়
তিক্ত স্বাদের দুর্গন্ধে ভরা বাতাস
বিশ্বাসভঙ্গের তপ্ত বালিতে জারিত হয়
একটি একটি করে দেওয়াল ভেঙে যায়
খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার যুদ্ধে
দায়বদ্ধতা যেন অলীক স্বপ্ন।

রাতের ঘুম নষ্ট করে
ঘর বাঁধে ক্লান্তিহীন চড়ুই
'ভাঙা' শব্দটি কবে যেন
ওর অভিধানে ফুড়ুৎ হয়ে গেছে।

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশি

বাঁশিটি বাজাবে বলে, বিপজ্জনক বাঁকে
বসে আছি হায়াহীন অভিমান ভুলে
বসে আছি ধীর, বিপন্ন পালক তুমি
ফু-তে ওড়াবে। অধীর যমুনাকুলে
রহস্য ভাসে তুমি বাড়ায় হলে, মোহপাশ
কেটে গোপিনীর লজ্জামুগ্ধ দিন এমন
হা-ঘর খোলা দাঁড়িয়ে নির্মোক কঠিন
পুরুষ চিহ্ন সব তুলে নেয় আদিম শরীরে।
আর ওষ্ঠের নীলে রেখে বিষ, তুমি
যে বাঁশি বাজাও অহর্নিশ, মোহন আলস্যে
ঈষৎ বঙ্কিম চোখ নিলাজ তমালে
বেঁধে মানতের ঢিল; রাধিকা মানিনী
উন্মাদিনী প্রায় বসে আছে ঠায় উন্মীল।
অনুগামী বাঁশি যদি সুরে, অভিসারী
ভাবো পথরাঙ্গা পথ থেকে তুলে নেয়া
কুটিলা আঁধার কুঁচি, জটিলা সুপ্রাচীন ধুলো
নগর চতুর আলো, মুখোশের তর-তরিকা
ওঁত পেতে বসে থাকা পথপ্রান্তরে কলঙ্কিনী
বেহুদা ত্রাস উল্লাস। যদি জখমী নূপুর ঘিরে
ঘনীভূত নৈশ প্রমাদ, বিলোল বাঁশির সুরে
সম্মোহিত হতে হতে ডুবে যায় নীলের অতলে

নীলিমা চৌধুরী

তুমি ব্রাত্য, তবু ফিরবে

না, বাতাসে কোনো চিহ্ন নেই, যেন কিছু হয়নি,
কিছু হারায়নি মায়ের, এ পথে কোনো দাগ নেই,
টিএসসি-র ঐ কোন্, শাহবাগ চত্বর,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও কোনো শিশির লেখা
খুঁজি, তারা জেনে গেছে তুমি ভয়ংকর, ব্রাত্য,
মন্ত্রহীন, তোমাকে ভুলে যেতে হবে, সকলে বদ্ধপরিকর,
তবু জেনো তোমার বোনটি, বন্ধুরা, রাত্রির অন্ধকারে,
চুপিচুপি গুমরায়, তোমার মা, এ মাটি অজান্তে
শিউরে উঠে, ভেবো না সব হজম করেছে তারা,
নষ্ট সময় তোমাকে রক্তাক্ত করল,
তবু তোমার তৎকার ফুটে আছে টি এস সি-র ঘাসে
ঘাসে, তোমার কলম এখন নতুন গ্যালাক্সি হয়ে
আকাশে আকাশে, এ পথেই চলে গেল জহর
ভাইরা, পলাশে শিমুলে সে রক্ত ফাল্গুন আঁকা,
তারা ফিরে এলে সহস্রগুণ তেজে, তুমিও ফিরবে—
এই যে বনের পথে তোমার বিস্মিত পদচিহ্ন,
তুমি ফিরবে পলাশেরা জানে, তুমি ফিরবে মেঘনা ধলেশ্বরী
জানে, তুমি ফিরবে রক্তে ভেজা মাটি জানে, জানি
অবিরত ক্ষোভ বুকে তোমার পদচিহ্ন গাণ্ডিব হবে,
এবারের শিমুল পলাশ আরো রক্ত লাল
সংরক্ত ফাল্গুন অভিলাষ, অভিজিৎ বাংলার

পলা দত্ত

উৎসব

মন্দিরের গর্ভগৃহে
যে মূর্তি এযাবৎ অচ্ছুৎ
তারই প্রান্তে এক অপরূপ
চালচিত্র এঁকে চলেছি
পূর্বজ সমস্ত নির্মাণ মুছে
অন্যতর এক ঋতুর
উৎসব এসেছে আজ
তবু অন্তর্ভেদী এক সত্য
অকস্মাৎ উড়ান দেয়
গ্রন্থিহীন নিরুদ্দেশে
ভেসে যায় স্রোত
খণ্ডকে সমগ্র বলে ভ্রম হয়।